তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৯

**জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে এগিয়ে নিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারি খাত এগিয়ে এসেছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে এগিয়ে নিতে আরো পদক্ষেপ নেয়া হবে।

 আজ ঢাকার রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-তে ‘ট্রান্সফরমিং টু এ শিপবিল্ডিং এন্ড এক্সপোর্টিং কান্ট্রি : চ্যালেঞ্জেস ফর বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত আয়ের দেশে উন্নীত করার রূপকল্প স্থির করে নৌপরিবহনসহ ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার বদ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, দেশের ৯০ ভাগ পরিবহন হয় নৌপথে।

 আইইবি’র যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সরাসরি/অনলাইনে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম ফজলুল হক এবং শিপবিল্ডিং এক্সপার্ট ও থ্রি এঙ্গেল মেরিন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

 সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট ও চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার, নেভাল আর্কিটেক্ট এন্ড ট্রান্সপোর্ট প্লানার অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার খবিরুল হক চৌধুরী।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৮

**প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া শিশুর হার প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে গেছে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিকীকরণ, উপবৃত্তি প্রদান ও বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট বা অন্তর্ভুক্তি প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে যথাসময়ে উপবৃত্তির টাকা পৌঁছে দেয়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে গেছে। এমনকি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এনরোলমেন্ট হার বেশি। মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ আর ছেলেদের ক্ষেত্রে  ৯৯ দশমিক ৭ ভাগ। আর এসব সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ, বলিষ্ঠ, দূরদর্শী ও সময়োপযোগী নেতৃত্বের কারণে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমে আরটিভি আয়োজিত 'আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স প্রেরণা পদক ২০২০' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান।

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, আগামী প্রজন্মের পুষ্টির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সঠিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মনিমিক্স কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তারা কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের একার পক্ষে সবকিছুর সমাধান সম্ভব নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি উদ্যোক্তা ও সংগঠনের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দেশ যত উন্নত হবে, সেখানে বেসরকারি উদ্যোক্তা ও সুশীল সমাজের ভূমিকা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

 অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আরটিভির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ জসিম উদ্দিন ও সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি) এর চিফ অভ্ প্রোগ্রাম (অপারেশন) তসলিম উদ্দিন খান।

 উল্লেখ্য, এবার পাঁচজন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স প্রেরণা পদক- ২০২০ প্রদান করা হয়েছে। যাদের পদক প্রদান করা হয়েছে তারা হচ্ছেন  শিক্ষা বিস্তারে এক টাকার মাস্টার/শিক্ষক খ্যাত 'লুৎফর রহমান', শিশুদের নোবেল খ্যাত 'আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার' প্রাপ্ত দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র 'সাদাত রহমান', বিরসা মুন্ডা প্রভাতী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা 'আশিকুজ্জামান আশিক', নড়াইলে অ্যাথলেট তৈরির কারিগর 'দিলীপ চক্রবর্তী', অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় নিবেদিত প্রাণ 'সৈয়দা মুনিরা ইসলাম', এবং 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' (বাফা)।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে 'Anjelica presents Wedding Festival Title Sponsored by Hotel Le Meridien' এর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৭

**সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড-২ এর উদ্বোধন**

সিলেট, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 ক্রিকেট উন্মাদনাকে ছড়িয়ে দিতে দেশে আরো একটি দৃষ্টিনন্দন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হয়েছে চায়ের শহর সিলেটে।

 আজ সিলেট বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল সিলেটের নতুন এ স্টেডিয়ামটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিন একর জমিতে নির্মিত এ স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে ‘সিলেট আন্তজার্তিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডস-২’। এ সময় সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন একটি ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়।

 অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকার পরেই পর্যটন নগরী নয়নাভিরাম সিলেটকে আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের হাব হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডস-২’ এর উদ্বোধন করা হলো। এছাড়াও প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি আরা বলেন, অচিরেই এখানে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে একটি টেনিস কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। একই সাথে বৃহত্তর সিলেটের ১২টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, সিলেটের লাক্কাতুরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে নির্মিত হয়েছে ‘সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডস-২’।

 অনুষ্ঠানে সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্হানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব-সহ স্হানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৬

**বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ-ভারত**

**যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির ১৯তম সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 আজ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির ১৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ভারতের বিদ্যুৎ সচিব সঞ্জীব নন্দন সাহাই (Sanjiv Nandan Sahai)। সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়।

 সভায় ভেড়ামারা ও বহররমপুর ইন্টারকানেকশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার পাশাপাশি এর ২য় ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এ সময় প্রস্তাবিত কাটিহার-পার্বতীপুর-বরানগর ৭৬৫ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যালোচনা হয়।

 সভায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিদ্যুৎ রপ্তানিসহ ভারতের বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত গাইডলাইন ও রেগুলেশনের বর্তমান অবস্থা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের সিডি, ট্যাক্স ও ভ্যাট থেকে অব্যাহতি প্রদান, রাজনৈতিক কারণে বা ভারতীয় আইন পরিবর্তনজনিত আর্থিক সংশ্লেষের উদ্ভব হলে তা থেকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয় পর্যালোচনা হয়।

 স্টিয়ারিং কমিটির সভায় জিএমআর কর্তৃক নেপালে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশে আমদানির অগ্রগতি এবং ভুটানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের যৌথ বিনিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

 এছাড়া সভায় রামপালে বাস্তবায়নাধীন ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়। এ সময় বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি সত্ত্বেও মৈত্রী সুপার থারমাল প্রকল্পের অর্জিত অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

 এর আগে বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ১৯ তম সভা ২১ জানুয়ারি একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি ও জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ১৮তম সভা গত বছর মার্চ মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির পরবর্তী সভা আগামী জুলাই মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৫

**চিলমারীতে দুস্থ ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র**

**বিতরণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

চিলমারী (কুড়িগ্রাম), ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন আজ তাঁর নির্বাচনী এলাকা চিলমারী উপজেলায় দুস্থ ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। চারিদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ঘেরা নটারকান্দি চর ও ঢাডিয়ার চরের শীতার্ত মানুষের মাঝে তিনি শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। শীতার্ত মানুষের হাতে তিনি একটি করে কম্বল তুলে দেন।

 চিলমারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 শীতবস্ত্র বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শীতের সময় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কাজে যেতে পারেন না। তাই তারা এসময় না খেয়ে অনাহারে দিনাতিপাত করেন। এ সব অসহায় দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করতে শীতবস্ত্র বিতরণের এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনো গরিব মানুষ শীতে কষ্ট না পায় এবং না খেয়ে থাকে।

 পরে প্রতিমন্ত্রী চিলমারী উপজেলার ভাটিয়ারচর ও অষ্টমীর চর এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৪

**বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না**

 **-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। কাজেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সে লক্ষ্যে অবিচল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে আজ প্রথমবারের মতো একযোগে সারাদেশে ৬৯ হাজার ৯শত ৪টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ নতুন ঘর নির্মাণ করে উপহার হিসেবে দেয়া হচ্ছে। এরই আলোকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে প্রথম ধাপে গোয়াইনঘাটে আজ ২৭০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে নতুন ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের বাংলাদেশ দিয়েছে, এই দেশ ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই দেশের উন্নয়নে এবং সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়তে সকলের সহযোগিতা দরকার।

 আজ গোয়াইনঘাট উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিলুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক আহমদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া হেলাল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কে এম নূর হোসেন নির্ঝর, পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান লেবু প্রমুখ।

 এছাড়াও মন্ত্রী সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, ফলক উন্মোচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর :৩৫৩

**চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স করতে হবে**

 **----শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, ঐতিহ্যবাহী চামড়া শিল্পের স্থায়ী কাজে শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিল্পের উন্নয়নে কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্স করতে হবে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার পুরোপুরি চালু এবং পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আরো আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিজয়নগরে পল্টন টাওয়ারে ইআরএফ এর সম্মেলন কক্ষে দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের ওপর করোনার প্রভাব শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, রপ্তানিমুখী ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পের উন্নয়নে সরকার মালিকদের পাশে আছে। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সুবিধাগুলো নিশ্চিত করে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি চামড়া শিল্প নগরীতে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ দেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু ট্যানারি শিল্পই নয় সকল খাতের বিশাল এই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে বাঁচাতে, দেশের অর্থনীতি এবং দেশকে রক্ষায় মহামারির শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী এবং দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে সরকার শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে গার্মেন্টসসহ সকল কল-কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী করোনা মহামারির শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গার্মেন্টস শ্রমিকসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব হ্রাস করার জন্য ৩১-দফা নির্দেশনা জারি এবং পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফেডারেল জার্মান সরকার অর্থায়নে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে রপ্তানিমুখী তৈরিপোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছি। গতমাসে এ কর্মসূচির আওতায় গার্মেন্টস এবং ট্যানারি শিল্পের মোট ৩ হাজার ২৬৬ জন শ্রমিক প্রত্যেককে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের জন্য ৬ হাজার টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ট্যানারি শিল্পের মোট ২২০ জন শ্রমিককে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী উন্নত কর্মপরিবেশে চামড়া শিল্পের দক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করলে চামড়ার আমদানি নির্ভরতা কমবে বলে মত প্রকাশ করেন।

#

আকতারুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৫২

**ঢাকা শুধু বাসযোগ্য নয়, বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 রাজধানীর খালসমূহ দখলমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে হাতিরঝিলের আদলে নির্মাণ করলে ঢাকা শুধু বাসযোগ্য নয়, দৃষ্টিনন্দন এবং বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকা ওয়াসার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার প্রণীতব্য ‘মেঘনা নদীর মাস্টার প্ল্যান’ শীর্ষক এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান।

 মেঘনা নদীকে দখল, দূষণ এবং নাব্যতা সংকট থেকে রক্ষা করতে একটি মহাপরিকল্পনা নিতে এই মাস্টার প্ল্যান, যা বাস্তবায়নে খরচ ধরা হয়েছে ১১ কোটি চার লাখ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৮ মাস।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ওয়াসা থেকে দুই সিটি কর্পোরেশনকে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এবং খালের দায়িত্ব দেওয়ার পরই দুই মেয়র অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে দিয়েছেন এবং কার্যক্রম চলমান আছে। খালসমূহ এবং নদীর দুই ধারে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে পরিকল্পিতভাবে ঢাকাকে শুধু বাসযোগ্যই নয়, আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন এবং বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে।

 ঢাকার চারপাশের নদীগুলোকে দখলমুক্ত, দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ চলছে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, বালু ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী নিয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ চলছে। এছাড়া সরকার তুরাগসহ ঢাকার অদূরে বেশ কিছু নতুন শহর গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগ বেড়েছে আর এ কারণেই ময়লা আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদ-নদী, খালসমূহে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য নিষ্কাশন হওয়ার ফলে পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে যা আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। তিনি আরো বলেন, মেঘনা নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের জন্য আজকের এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

 মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, সকলের সমন্বিত উদ্যোগে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসা’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও প্রকৌশলী তাকসিম এ খান, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ওয়াসা এবং ইন্সটিটিউট অভ্ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫১

**বিত্ত কখনো রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘অর্থ-বিত্ত রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে এটি হতে পারে না, বিত্ত কখনো রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।’

 আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় মন্ত্রী একথা বলেন। ইছাখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সিনিয়র সহসভাপতি আবদুল মোনাফ সিকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদারের সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় রাঙ্গুনিয়ার উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, পৌরসভা মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার আবুল কাশেম চিশতিসহ স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীবৃন্দ সভায় অংশ নেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘যখন বিত্ত রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তখন রাজনীতি বিক্রি হয়ে যায়। রাজনীতিটা বিত্তের কাছে বিক্রি করতে পারি না। রাজনীতি থাকবে রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে। এটি সবাইকে মনে রাখতে হবে।’

 নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘সবাই দলের কর্মী, আমাদের মূল ঠিকানা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। একজন কর্মী হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে কেউ সংসদ সদস্য হয়েছি, কেউ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, কেউ মেয়র কিংবা কাউন্সিলর ও মেম্বার হয়েছি। কিন্তু আমাদের মূল ঠিকানা হচ্ছে দল। তাই দলের সাংগঠনিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

 আওয়ামী লীগ চার বার ও একাদিক্রমে পরপর তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার পেছনে মূল কারিগর হিসেবে আওয়ামী লীগের সভাপতির কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, সংকট মোকাববিলায় তাঁর সাহস এবং ধৈর্য্য ও একইসাথে তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি এবং বিস্তৃতির কারণেই আমরা পর পর তিন বার রাষ্ট্র ক্ষমতায়।

 পর পর তিন বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার কারণে অনেকের মাঝে যে আলস্য এসেছে, তা ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং একই সাথে দলের মধ্যে কিছু সুবিধাভোগী, সুযোগসন্ধানী নানাভাবে অনুপ্রবেশ করেছে ও করার চেষ্টা করছে, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেন ড. হাছান।

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  বলেন, ‘রাঙ্গুনিয়া আওয়ামী লীগ একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন। আমাদের সাংগঠনিক শক্তি অনেক গভীরে পতিত। যে কারণে গত কয়েক বছরে প্রতিটি নির্বাচনে অত্যন্ত ভালো ফল করতে সক্ষম হয়েছি।’

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতাকর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দলই আমাদের মূল ঠিকানা, দলের কারণে আজকে আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায়। সুতরাং সবার উপরে দলীয় কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং একইসাথে দলের নেতা মনোনয়ন করার সময় তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে যিনি দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দলের জন্য নিষ্ঠাবান।

 মন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের প্রার্থীর ক্ষেত্রে কে আমাদের দলীয় সভাপতির প্রতি আস্থাশীল এবং দুঃসময়ে দলের জন্য কাজ করেছেন এসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে। তার অর্থ-বিত্ত থাক আর না থাক তাকেই দলে আনতে হবে।’

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৫০

**দরিদ্রদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি বড় মাইলফলক**

 **---গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ফুলপুর (ময়মনসিংহ), ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্রদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি বড় মাইলফলক।

 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দরিদ্রদের মাঝে অনলাইনে আয়োজিত ভূমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলা পরিষদ প্রান্তে যুক্ত হয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। উন্নয়নের সকল সূচকে দেশ অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল বঙ্গবন্ধু টানেল নির্মাণ, এলএনজি টার্মিনাল, মেট্রোরেল ইত্যাদি মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

 উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ২০৪১ সালের পূর্বেই দেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত হবে। অনুষ্ঠানে ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সহকারী কর্মকর্তা কর্মচারীগণ, ফুলপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, গৃহ-ভূমি গ্রহিতাগণ-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুল সংখ্যক লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৪৯

**প্রকাশনা শিল্পকে টিকিয়ে রাখার উপায় খুঁজে বের করতে হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পেশা অত্যন্ত মহৎ, সৃজনশীল ও মেধা বিকাশের পেশা। মানবসভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে পুস্তক শিল্পের আকার অনেক বড় হয়েছে; প্রিন্টিং শিল্পও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। কিন্ত তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে এ শিল্পের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে প্রকাশনা শিল্পকে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যাবে, সে উপায় প্রকাশকদের খুঁজে বের করতে হবে।

 কৃষিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ বার্ষিক সভা ২০১৯-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন বিদেশি সাহায্যনির্ভর দেশ নয়। আগে বাজেটের ১৫-২০ শতাংশ আসত বিদেশি সাহায্য থেকে, তা কমে এখন ২ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বেই বাংলাদেশে অর্থনীতি, ভৌত অবকাঠামো, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তিনি বলেন, সন্তানের শিক্ষায় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। এজন্য পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সৃজনশীল বই পাঠে শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি এ সময় পুস্তক প্রকাশকদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই অধিক পরিমাণে প্রকাশের আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আরিফ হোসেন ছোটনের সভাপতিত্বে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, সমিতির প্রথম সহসভাপতি কায়সার ই আলম প্রধান, সহসভাপতি শ্যামল পাল, মির্জা আলী আশরাফ কাশেম, রাজধানী শাখার সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সারাদেশ থেকে আগত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৪৮

**প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মুজিববর্ষে ভৃমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলো**

 **--খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভৃমিহীন ও গৃহহীন প্রায় ৭৭ হাজার পরিবার মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে। যা পূর্বে কোন সরকার করে নাই।

 আজ মুজিবর্ষ উপলক্ষে অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভৃমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের উদ্বোধন শেষে নওগাঁর সাপাহারে ১২০ জন উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি ও কাগজপত্র হস্তান্তরকালে খাদ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে দুর্যোগ সহনীয় এসব ঘর হস্তান্তরের উদ্বোধন করলেন। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিকল্প এদেশে আর কেউ নেই। বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, পরেও ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীন ও ভূমিহীন ৮ লাখ পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রদান করবেন।

 সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, করোনার মধ্যে এ পর্যন্ত একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায় নাই। এখন কৃষকরা ধানের নায্যমূল্য পাচ্ছে। করোনার মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রয়েছে বলে জানান তিনি।

 এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কল্যাণ চৌধুরী, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান হোসেনসহ স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

 পরে মন্ত্রী পোরশা উপজেলায় ৫৪ জন উপকারভোগীদের হাতে এসব ঘরের চাবি ও কাগজপত্র হস্তান্তর করেন।

#

সুমন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৭

**পণ্যের মান, ডিজাইন ও দক্ষতা দিয়ে বাজার দখল করতে হবে**

 **-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন,  প্লাস্টিক শিল্প বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। বিশ্বে এ পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। পণ্যের মান, ডিজাইন ও দক্ষতা দিয়ে বাজার দখল করতে হবে। বিশ্বে দিন দিন প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা মিটাতে সবাইকে তৈরি হতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। এ ইনস্টটিউট দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। একসময় বাংলাদেশ তৈরিপোশাক শিল্পের চাহিদা মিটাতে বিদেশ থেকে প্লাস্টিক পণ্য আমদানি করতো। আজ বাংলাদেশ এ সকল প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করছে। প্লাস্টিক পণ্যকে তৈরি পোশাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্যে পরিণত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকার দক্ষিণ কেরানিগঞ্জ পানগাঁও কনটেইনার পোর্ট রোডে বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যান্যুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিআইপিইটি) যৌথভাবে আয়োজিত বিআইপিইটি-এর নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 লিস্ট ডেভেলপড্ কান্ট্রিজ (এলডিসি) গ্রাজুয়েশনের কথা উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সামনে আমাদের জন্য আলোকিত পথ অপেক্ষা করছে, এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। এজন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে ভূটানের সাথে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) স্বাক্ষর করেছে। নেপালের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে চুক্তি হবে। আরো অনেক দেশের সাথে আলোচনা চলছে। সাময়িকভাবে এটা আমাদের জন্য লাভজনক মনে না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে লাভজনক হবে। এজন্য সবাইকে কাজ করতে হবে।

 বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যান্যুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যান্যুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, এসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান চৌধুরী এবং এসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এস এম কামাল উদ্দিন।

#

বকসী/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৬

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ১১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৩১ হাজার ৩২৬ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২২জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৭৫ হাজার ৮৯৯ জন।

#

দলিল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৫

**প্রধানমন্ত্রীর মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর প্রদান জনসেবার অনন্য উদাহরণ**

 **-- প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ), ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া ঘর পেল ১৫০ জন। 'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না’ প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী আজ সারা দেশে একযোগে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করেন।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে এ উপজেলার ১৫০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের নিকট ঘরের কবুলিয়ত দলিল, নামজারিপত্র ও গৃহ প্রদানের সনদ হস্তান্তর করেন। দুই শতাংশ জমির বন্দোবস্তসহ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রতিটি ঘরে রয়েছে ২টি কক্ষ, ১টি বারান্দা,  রান্নাঘর ও ওয়াশরুম। মুন্সীগঞ্জ জেলায় আজ মোট ৫০৮টি ঘর হস্তান্তর করা হয়।

 ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পরই জাতির পিতা দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। গৃহহীন মানুষের জন্য গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুকন্যা ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য যে নয় লাখ ঘর প্রদান করছে তা সাধারণ মানুষের উন্নয়নে জনসেবার অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী ট্যানেল, রেকর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন সবই সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত- সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা।

 গজারিয়া উপজেলার পরিষদ মিলনায়তনে গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মনিরুজ্জামান তালুকদার, পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমিরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার মোঃ রফিকুল ইসলাম বীর প্রতীক, উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ববৃন্দ ও উপকারভোগীগণ।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৪

**অন্ন-বস্ত্র সমাধানের পর গৃহহীনদের আবাস দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা**

 **--তথ্যমন্ত্রী**

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম), ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, তিন মৌলিক চাহিদার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যার সমাধান অনেক আগেই করেছেন, এখন গৃহহীনদের মাথা গোঁজার জন্যও ঠাঁই করে দিচ্ছেন।

 আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা অডিটরিয়ামে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার আশ্রয়নের ঘর ও জমির দলিল, খতিয়ান, ডিসিআর ও সনদপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন। এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন মানুষকে সেবা দিয়ে যাবে।

 তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষে গৃহহীনদের ঘর করে দেবার  ঘোষণা দিয়েছিলেন। শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি তার রাষ্ট্রযন্ত্র ও দলকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার ঘর নির্মাণ করে দিয়েছেন, আজ একদিনে ৭০ হাজারের মতো ঘর উদ্বোধন করেছেন।

 সারা দেশে আজ যারা ঘর পেয়েছে, তারা কখনও ভাবেনি জমির মালিকানা-সহ দুই কক্ষের একটি ঘর তারা উপহার পাবেন অথচ এই অভাবনীয় কাজ জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা করেছেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমার জানা নেই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এভাবে একদিনে ৭০ হাজার পরিবারকে ঘর দেওয়া উদ্বোধন হয়েছে কি না।

 ড. হাছান এ সময় ঘরদাতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নামটি স্মরণে রাখার জন্য উপকারভোগীদের অনুরোধ জানান।

 এদিন রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৬৫টি পরিবারকে ২ শতাংশ জমি ও দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর গৃহহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ সময় উপকারভোগী ওয়াজিদ করিম ও কৃষ্ণ চৌধুরী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে স্থায়ী ঠিকানা করে দেবার জন্য তথ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা  জানান।

 রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিব চৌধুরীর সঞ্চালনায় দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার এস এম রশিদুল হক, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, এডভোকেট আয়েশা আক্তার প্রমুখ।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৪৩

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার কুইজের স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচ জন হলেন : টাঙ্গাইলের রিপন, বরিশালের কৌশিক এইচ হায়দার, পটুয়াখালীর মারজানা ইসলাম, খুলনার মনি শঙ্কর ব্যাপারী ও টাঙ্গাইলের মারুফা জাহান ।

          গতকালের কুইজে ৮৪ হাজার ৬৬৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪২

**গোয়াইনঘাটে ২৭০ পরিবারে জমিসহ গৃহহস্তান্তর**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহসহ জমির দলিল হস্তান্তর করেন। একযোগে সারাদেশে ৬৯ হাজার ৯ শত ৪টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ নতুন ঘর উপহারের অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে গোয়াইনঘাটে ২৭০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে নতুন ঘর হস্তান্তর করেন।

 পরে তিনি আলীরগাঁও ইউনিয়নের বারহাল আলিম মাদ্রাসার চারতলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর, গোয়াইনঘাট উপজেলা কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ভবন, সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন এবং হলরুমের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও তিনি উপজেলার দশগাঁও নওয়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, নন্দীরগাঁও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সালুটিকর ডিগ্রি কলেজে নবনির্মিত চারতলাবিশিষ্ট আইসিটি ভবনের উদ্বোধন করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪১

**চালের এলসি খোলার সময়সীমা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 বেসরকারিপর্যায়ে চাল আমদানির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলসি খোলার সময়সীমা
 ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

 বেসরকারিপর্যায়ে ৩ জানুয়ারি ১০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৫ হাজার মেট্রিক টন, ৪ জানুয়ারি ১২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৬০ হাজার মেট্রিক টন ৫, জানুয়ারি ৭ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন, ৬ জানুয়ারি ৪৯ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন, ১০ জানুয়ারি ৬৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৭১ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন, ১০ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে ৭২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৪১ হাজার মেট্রিক টন চাল, ১৩ জানুয়ারি ৪৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ লাখ ৬ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন, ১৭ জানুয়ারি ৬৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৯১ হাজার মেট্রিক টন মিলে সর্বমোট ৩২০ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১০ লাখ ১৪ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন চাল আমদানির জন্য উক্ত বরাদ্দসহ অনুমতি প্রদানের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছে।

 বরাদ্দপত্র ইস্যুর ৭ দিনের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এলসি খুলে এ সংক্রান্ত তথ্য খাদ্যমন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে বলা হয়েছে। ৫ হাজার মেট্রিক টন বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীগণকে এলসি খোলার ১০ দিনের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং সর্বমোট ২০ দিনের মধ্যে সমুদয় চাল এবং ১০-১৫ হাজার মেট্রিক টন বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীগণকে এলসি খোলার ১৫ দিনের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং সর্বমোট ৩০ দিনের মধ্যে সমুদয় চাল বাংলাদেশে বাজারজাত করতে খাদ্যমন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়।

 উল্লেখ্য, খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতারোধ, নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে সহায়তা এবং বাজারদর স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে বেসরকারিপর্যায়ে চালের আমদানি শুল্ক ৬২.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে সরকার। সে ধারাবাহিকতায় গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর বেসরকারিভাবে চাল আমদানি জন্য বৈধ আমদানিকারকগণকে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ চলতি বছরের ১০ জানুয়ারির মধ্যে খাদ্যমন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়েছিল।

#

সুমন/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী            নম্বর : ৩৪০

**পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের রয়েছে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি**

 -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা

নিউইয়র্ক, ২৩ জানুয়ারি :

 পারমাণবিক অস্ত্রনিষিদ্ধকরণ চুক্তিকার্যকরের ঐতিহাসিক মুহুর্তে জাতিসংঘের কিছু সদস্যরাষ্ট্রের উদযাপন অনুষ্ঠানে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ ও অটল প্রতিশ্রুতির কথা পূর্ণব্যক্ত করলেন জাতিসংঘে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

 পারমাণবিক অস্ত্রনিষিদ্ধকরণ চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) কার্যকরের মূহুর্তকে স্মরণীয় করতে গতকাল একযোগে আয়োজিত নিউইয়র্ক, জেনেভা ও ভিয়েনায় ভার্চুয়াল ইভেন্টে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দেয় বাংলাদেশ।

 স্মরণীয় অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতি অবিচল থাকা বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে একটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের পক্ষে ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশন চলাকালীন ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি অনুসমর্থন করে বাংলাদেশ।

 রাষ্ট্রদূত ফাতিমা যেসকল রাষ্ট্র এখনও এই চুক্তি স্বাক্ষর করেননি, তাদের স্বাক্ষর করার আহ্বান জানান, যাতে এর লক্ষ্যউদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের মানবিক প্রভাব বিষয়ে সচেতনতাসৃষ্টির লক্ষ্যে অবদানসৃষ্টিকারী জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিবর্গসহ (হিবাকুশাস) যে সকল কর্মী সুদীর্ঘ সময় ধরে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

 উল্লেখ্য, পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্রব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুদকরণ, কেন্দ্রস্থাপন, স্থানান্তর, এবং হুমকিপ্রদান নিষিদ্ধ করতে এটিই হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তিটিতে এ পর্যন্ত ৮৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর ৫০তম অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে হন্ডুরাসের দলিলাদি জমা দেয়ার ৯০ দিন পর আজ ২২ জানুয়ারি ২০২১ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হলো। অনুষ্ঠানটি অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা ও থাইল্যান্ড এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়।

 অন্যান্যের মধ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন টু অ্যবলিস নিউক্লিয়াস উইপন এর প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘ মহাসচিব অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে একটি ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন।

#

শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১১২ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার নিষিদ্ধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৯

**গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বাহান্ন’র ভাষা আন্দোলন, বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা, পরবর্তীকালে ১১ দফা ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে চিরতরে মুক্ত করতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐদিতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। ফলে আরও তীব্রতর হয় স্বাধিকার আন্দোলন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে বন্দী করে। ১৯৬৮’র ১৯ জুন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ঢাকা সেনানিবাসে বিচারকার্য শুরু করে। এ মামালার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা দুর্বার ও স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন গড়ে তোলে। কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠে সারাবাংলার মানুষ। ১৯৬৯ সালের পুরো জানুয়ারি ছিল আন্দোলনে উত্তাল। প্রতিদিন আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। ধারবাহিকভাবে দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকে। ‘৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ছাত্র-জনতার চলমান মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে আসাদুজ্জামান শহিদ হন এবং অনেকে আহত হন।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করা এবং পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের সংকল্প নিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি সংগ্রামী জনতা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও সান্ধ্য-আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক এবং মকবুল, আনোয়ার, রুস্তম, মিলন, আলমগীরসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন। জনতার কঠিন রুদ্ররোষ এবং গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে স্বৈরাচারি আইয়ুব সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ফলে আইয়ুব খানের স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়। অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী শহিদরা গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

 আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা গত ১২ বছরে দেশের আর্থসামাজিক সবখাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছি। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করেছি। জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপহার দিয়েছি। ইতিহাসবিকৃতি বন্ধ করেছি। অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে রায় কার্যকর করছি। নতুন প্রজন্ম দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে।

 আসুন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় আধুনিক বাংলাদেশ।

 আমি শহিদ মতিউরসহ দেশের মুক্তিসংগ্রামের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাওন/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১১১০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার নিষিদ্ধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষিদ্ধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৩৮

**গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশের স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি একটি ঐতিহাসিক দিন। দিনটি গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। স্বায়ত্বশাসনসহ ৬-দফা ছিল বাঙালির মুক্তিসনদ। ৬-দফা ঘোষণার পর স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয় এবং তা সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনের যৌথ আন্দোলন গণআন্দোলনকে বেগবান করে। তৎকালীন স্বৈরশাসক এ আন্দোলন নস্যাৎ করতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে। বঙ্গবন্ধুসহ অন্য আসামিদের মুক্তি এবং সামরিক শাসন উৎখাতের দাবিতে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি কারফিউ ভঙ্গ করে রাজনীতিক-ছাত্র-শিক্ষক-জনতা মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান।

শহিদ মতিউরসহ অন্যান্য শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ রাজবন্দীদের মুক্তি এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতাহস্তান্তর ছিল বাঙ্গালির মুক্তি আন্দোলনে একটি মাইলফলক। এই গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দায়িত্বপালনের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/কামাল/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১২১০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষিদ্ধ